সমকাল

তারিখ 30 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও গাইড বই

মো. সিদ্দিকুর রহমান

জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ পালিত হতে যাচ্ছে সারাদেশে শিক্ষার্থীদের একযোগে বইপ্রাপ্তির মহাউৎসব। বাংলাদেশে বিনামূল্যে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণির বই বিতরণের সাফল্য বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের আজকের দিনে প্রশ্ন– এ বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক আমাদের দিয়ে কতটুকু লাভ হবে? বিপুল অঙ্কের টাকা দিয়ে তো নোট-গাইড কিনতে হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা এমন পর্যায়ে এসেছে: নোট-গাইড ছাড়া যেন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সবাই অচল। বহু শিক্ষার্থী একাধিক প্রকাশনীর নোট-গাইড সংগ্রহ করছে। কারণ, প্রাথমিক পাঠ্যবই-বহির্ভূত প্রশ্ন তৃতীয় শ্রেণি থেকে শুরু। এত লেখালেখির পরও পাঠ্যবই-বহির্ভূত প্রশ্নের ব্যাপকতা বেড়েই চলেছে। ২০১৫-১৬ বছরে নতুন করে পাঠ্যবই-বহির্ভূত রচনা দিয়ে পাঠ্যবইকে আরও গুরুত্বহীন করে নোট-গাইডের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পরীক্ষায় বহু নির্বাচনী ৫০টি প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদের গাইড বই দেখে প্রশ্নপত্র করার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চিন্তা ও সময় ব্যয় করতে হয় না। ভালো ফলের জন্য পাঠ্যবই না পড়লেও কোনো সমস্যা হয় না। শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কিছু লোক একসঙ্গে মিলে নোট-গাইডের প্রসার ঘটাচ্ছেন। এ সংঘবদ্ধ কর্মকাণ্ড আগামী প্রজন্মকে কোথায় নিয়ে যাবে তা কি সংশ্লিষ্টরা একবারও ভাবছেন? প্রাথমিকের মন্ত্রী, সচিব, মহাপরিচালক– কারও যেন কিছু করার নেই। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেপ) বিশেষজ্ঞরা দিন দিন পরীক্ষা ব্যবস্থাকে জটিল করে নোট-গাইডের প্রসারে ভূমিকা রাখছেন। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের পাশাপাশি নোট-গাইডের সফলতা শতভাগ।

আমি নোট-গাইডের প্রকাশকদের তেমন দোষারোপ করছি না। কারণ তারা ব্যবসায়ী। সরকারের সংশ্লিষ্টরা যখন অতি উৎসাহী তখন অন্যদের কিছু বলা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যবসায়ীরা বরাবর ম্যানেজ করে ব্যবসা করে থাকে। বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক সবার মনে বদ্ধমূল ধারণা– নোট-গাইড ছাড়া পাসের বিকল্প নেই। আজকাল অভিভাবকদের বলতে শুনছি, 'শিশুরা লেখাপড়া বা স্কুলের পড়ার চেয়ে বাজে বই মানে গল্পের বই পড়া, শুধু টিভি কার্টুন দেখা এবং বাইরের বন্ধুদের নিয়ে দুষ্টুমি বা খেলা করে।' আমাদের অভিভাবকরা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন স্কুল, কোচিং ও ভালো ফলের জন্য শুধু পড়া, পড়া আর পড়া নিয়ে। শিশুদের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ আজ শূন্যের কোঠায়। শিশুশিক্ষার এ বেহাল দশা নিয়ে কেন বিপ্লব বা আন্দোলন হয় না? সে আন্দোলনে আজকের শিশুকে মেধাশূন্য করার সঙ্গে যারা জড়িত– মন্ত্রণালয়, ডিজি অফিস, নেপ-সংশ্লিষ্ট দপ্তর কেন গুঁড়িয়ে ফেলা হয় না? সেই কৃষকের মতো বলতে হয়– এত কর্মকর্তা, এত অফিস পারে না শিক্ষকদের সমস্যা সমাধান করতে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে নিবেদন, নোট-গাইড বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিন, নতুবা

নোট-গাইড বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিন, নতুবা নোট-গাইডের সফলতা জানুয়ারির ১ তারিখের বই উৎসবকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করবে। শিশু শিক্ষার্থীদের নোট-গাইডের ভয়াল থাবা থেকে মুক্তি দিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপই আজকের দিনে একমাত্র ভরসা

নোট-গাইডের সফলতা জানুয়ারির ১ তারিখের বই উৎসবকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করবে। শিশু শিক্ষার্থীদের নোট-গাইডের ভয়াল থাবা থেকে মুক্তি দিতে আপনার হস্তক্ষেপই আজকের দিনে একমাত্র ভরসা। শিগগিরই সমস্যার সমাধান হবে– এ প্রত্যাশা সবার।

আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম
siddiqsir54@gmail.com